দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ OCT. 15 2006
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

৪

প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছর কয়েক হাজার আসন খালি থাকছে

ভর্তি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আগামী মাস থেকে

॥ মিজানুর রহমান ॥

আগামী মাস নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধ। দেশের ২১টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য এইচএসসি পাস পরীক্ষার্থীরা এ ভর্তিযুদ্ধে অংশ নিবে। এছাড়া ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি হবে শিক্ষার্থীরা। তবে এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের ভর্তিযুদ্ধে অংশ নিতে হয় না। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকট আসন সংকটের মধ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছর কয়েক হাজার আসন খালি পড়ে থাকে। (১৯শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ে

(২০শ পৃঃ পর)

ফলে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মেধাবী শিক্ষার্থীরা। কারণ হিসেব চিহ্নিত হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ। প্রথম বার ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বিরাট অংশ দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগে এক বছর 'ইয়ার লস' দিয়ে অপেক্ষাকৃত চাহিদা সম্পন্ন বিভাগে ভর্তি হয়। এর ফলে পূর্ববর্তী আসনটি খালি হয়ে যায়। এছাড়া অভিযোগ রয়েছে দ্বিতীয় বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগে ভাল বিভাগে ভর্তি হওয়া অনেক শিক্ষার্থী অন্যের হয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এ সুযোগে কম যোগ্যতা সম্পন্ন এক শ্রেণীর শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের এ সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, একমাত্র বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ছাড়া এ ব্যাপারে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় তেমন কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামানও বলেছেন, উচ্চ শিক্ষার স্বার্থে দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বল্প সংখ্যক আসন থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের একবারই ভর্তির সুযোগ দেয়া উচিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকট আসন সংকটের মধ্যেও প্রতিবছর ৫ শতাধিক আসন খালি পড়ে থাকে। এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪শ', চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪শ', জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আড়াইশ, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২শ' আসন খালি পড়ে থাকে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরও একই অবস্থা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধ শুরু হবে ১ ডিসেম্বর। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১টি বিভাগের কোন কোন বিভাগে এক বছর অনার্সের ক্লাস শেষে দেখা যায়, প্রায় অর্ধেক আসনই খালি। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স শ্রেণীতে মোট আসন সংখ্যা ৪ হাজার ৪শ' ৪৬টি। বিভিন্ন কোটায় আরও দুই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়ে থাকে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ে ৪ হাজারের অধিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। এক বছর পর দ্বিতীয় বর্ষে এসে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ হাজারের কম। ড্রপ-আউটের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি এরকম ১৭/১৮টি বিভাগের ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষে প্রায় সাড়ে ১৪শ' ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। এক বছর পর দ্বিতীয়বর্ষে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক হাজারের কম। প্রায় ৫শ' আসন খালি হয়েছে এ বিভাগগুলোতে। সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, এ বছরও তার ব্যতিক্রম হবে না।

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নুরুল আমিন বেপারী বলেন, দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ থাকবে। তবে এ সুযোগে অবৈধভাবে যাতে কেউ ভর্তি হতে না পারে সে বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটির এক সদস্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তির ক্ষেত্রে যে নিয়ম রয়েছে তা যুগোপযোগী নয়। এ পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ বলেন, উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সিটও খালি থাকা উচিত নয়। প্রতিবছর যে আসন খালি হয় তা নিয়ে আলোচন হয় না তা নয়, কিন্তু সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না।

মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে একজন শিক্ষার্থীকে দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ দেয়া উচিত বলে মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ। তিনি বলেন, এর ফলে হয়তো সে তার পছন্দের বিষয়ে ভর্তি হতে পারবে। তিনি বিসিএস পরীক্ষার উদাহরণ টেনে বলেন, এ পরীক্ষার মাধ্যমে কোন ক্যাডারে যোগদানের পর পরবর্তীতে আবার পরীক্ষা দিয়ে ক্যাডার পরিবর্তন করা যায়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন আসন খালি থাকা উচিত নয় এ কথাও তিনি স্বীকার করেন।

প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার বলেন, একজন শিক্ষার্থী তার পছন্দের বিষয়ে ভর্তি হতে চায়। দুইবার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগে এক বছর পর কিছু আসন খালি হবেই। তবে এক্ষেত্রে বিচারিত পরিসংখ্যান প্রয়োজন যে কোন কোন বিভাগে ড্রপআউট বেশি হয়ে থাকে। সে সকল বিভাগে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যেতে পারে।

ভিসি অধ্যাপক ড.এস এম এ ফায়েজ বলেন, প্রতি বছর কিছু আসন খালি হবে তা ভেবেই বিভিন্ন বিভাগে নির্দিষ্ট আসনের চেয়ে অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। তারপরও বেশি সংখ্যক আসন যাতে খালি না থাকে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানান তিনি।